বাঁকা কথাঃ- লোকাল ট্রেন

(স্বরাজ চক্রবর্ত্তী)

বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করব এমন একটা বিষয়ে যার অভিজ্ঞতা অল্প বিস্তর সবারেই রয়েছে। ছোট বেলা থেকেই আমাদের রেলগাড়ির প্রতি একটা দুর্বলতা দেখতে পাওয়া যায়। সস্তায় এর চেয়ে দ্রুতগতির যানবাহন বোধহয় আর নেই। তাই রেলগাড়ি সে সত্যিকারের হোক বা মেলাতে গেল করে ঘোরা হোক অথবা খেলনা হিসাবে হোক, আমরা সমান আগ্রহ দেখিয়ে থাকি। আজে মধ্যবিত্ত মানুষের কাছের যানবাহন বলতে গেলে বলতে হয় লোকাল ট্রেনের কথা। লোকাল ট্রেনের মহিমা আজে সবার কাছে জানা, তবুও চেষ্টা করছি আমার একজন সাধারন মানুষ হয়ে অভিজ্ঞতার কিছু অংশ আপনাদের কাছে তুলে ধরতে। সকাল সকাল তাড়াতাড়ি খেয়েদেয় আমাকে তৈরী হতে হয় অফিসে যাওয়ার জন্য। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ট্রেনটি ধরতে না পারলে অফিসে ঢুকতে দেরী এবং যথারীতি ভদ্রভাষায় আমার বংশের গুষ্টি উদ্ধার এটা প্রায় একরকম নিশ্চিত। আরো একটা দিক আছে, অফিসে না গিয়ে বাড়ি ফেরত এলে গিন্নি (বাড়ির বস) মুখঝামটা এবং সেই চেরাচেরিত উক্তি "অফিসে থাকলেই ভালো থাকি", এবার বলুন যাই কোথায় ? রেস্টুরেন্টে, না সেখানে খাবারের চেয়ে ট্যাক্স বেশি। পার্কে, না যা গরম বাইরে বসে থাকলে সান স্ট্রোক নিশ্চিত। সিনেমা হলে, না সে তো বড়লোকেদের বিলাসিতার জায়গা। আমার মতন চপ মুড়ি খাওয়া লোক মাল্টিপ্লেক্সে মানায় না। তাহলে যাই টা কোথায় ? এর চেয়ে সকাল সকাল লোকাল ট্রেনটাই ধরা ভাল।

মান্থলি টিকিট কাটা আছে তাই মাসের ২৯ দিন নিশ্চিন্ত যে লাইনে দাঁড়াতে হবে না। তবে লাইনে দাঁড়ানো একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। এখন লাইন দেখলেই কেমন যেন দাঁড়াতে ইচ্ছাকরে। প্রতিদিন একটা লাইনে আমাকে দাঁড়াতেই হয়। শিয়ালদহের টয়লেটের লাইনে। যতক্ষন না আপনার সামনের চারজনের মুত্রের গন্ধ আপনি নিচ্ছেন ততক্ষন আপনার নম্বর আসবে না। ইংরাজরা নিশ্চই ভবিষ্যত দ্রষ্ঠা, না হলে ভাবুন কিভাবে নামটি বার করল টয়লেট। শিয়ালদহের মতন স্টেশনে উক্ত স্থানে গেলে আপনি লেট করবেনই করবেন। আমার স্ত্রী তো একদিন শিয়ালদহ স্টেশনে আমাকে ফোন করেই বসল, "তুমিতো অনেক আগে ঢুকেছিলে, প্রায় ১৫ মিনিট হয়ে গেল, তুমি ঠিক আছো তো ?", আমি বললাম, আমি এখনও লাইনে এবার হয়ে যাবে। বুঝুন ঠেলা। অন্যান্য ট্রেনে টয়লেটের ব্যবস্থা থাকলেও লোকাল ট্রেনে কেন যে আমাদের সরকার টয়লেটের ব্যবস্থা রাখেনি তা আমি আজও বুঝতে পারলাম না। প্রতি স্টেশনে প্রথমে ও শেষে একটি কথা লেখা থাকে ই. এম. ইউ. স্টপ (E.M.U)। অর্থাৎ ইলেক্ট্রো মোটিভ ইউনিট স্টপ । আমারই একজন সহযাত্রী এর দারুন ব্যাখ্যা করে বলেছিল - এইযে

মুতে উঠুন (E - এইযে M - মুতে U - উঠুন)। কারন ট্রেনে এর কোন ব্যবস্থা নেই।

যাক সকাল সকাল ট্রেনে চাপার জন্য দাঁড়িয়ে আছি আর মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে দেখি যে ট্রেনের সামনের অংশটা দেখা যাচ্ছে কি না। আমার আবার ট্রেনের সামনেটা দেখলে আরশোলার মুখের কথা মনে পড়ে যায়। কেন জানিনা দুর থেকে এটাকে দেখে আমার আরশোলার মুখ মনে হয়।

এবার শেষে আমি এমন একজনের কথা বলব যার অভ্যাস ছিল ট্রেন অ্যানাউন্স হবার পরে জামাটা গলাতে গলাতে ট্রেন ওঠা। ভদ্রলোকের বাড়িটা ছিল একেবারে স্টেশনের গায়ে। তাই তিনি প্রায় তাড়াহুড়ো করে ট্রেন ধরতেন। একদিন তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে আলনা থেকে জামার পরিবর্তে একই রকম রঙের বউ এর সায়া কাঁধে ফেলে স্টেশনে চলে এলেন এবং জামা গলাবার জন্য অজান্তেই হাতল খুঁজতে লাগলেন। ওদিকে ট্রেন ততক্ষনে প্ল্যাটফর্মে ঢুকে গেছে। আমরা হো হো করে হেসে তাকে যখন বললাম ভান্ডারীদা ওটাকে গাওনের মতন করে পরে নিন, উকিলের মতন দেখতে লাগবে। উনি তো রেগে বোম। গজ গজ করতে করতে উনি সেদিন বাড়ি ফিরেগেলেন । সেদিন আর ওনার অফিস যাওয়া হল না।

(সমাপ্তির শুরু)